উপসংহার

বর্তমান উপত্যকা থেকে বিভিন্ন সময়ে যে সকল পত্র-পত্রিকা প্রকাশ পেয়েছে সেগুলির কোন অতিরিক্ত নয়। অধিকাংশ পত্রিকার নাম ও সম্পাদকের নাম ছাড়া জানা যায় না বর্তমান কালের অনেক পত্রিকা সম্পর্কেও। পত্রিকার নাম এবং সম্পাদকের নামটুকু জানা যায় এমন পত্রিকার সংখ্যা শতাধিক।

পত্র-পত্রিকাগুলির হারিয়ে যাওয়ার প্রধান কারণ সংরক্ষণের অভাব। অর্থাৎ এখানে এমন কোন প্রতিষ্ঠান নেই, যেখানে এদের সঠিকভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়। অনেককে তাদের বয়স্কগত প্রচেষ্টায় এদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন, কিন্তু সে ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। অনেক ক্ষেত্রেই সম্পাদকের মৃত্যুর পর যত্নের অভাবে তিনি তিনি পত্রিকাগুলি নষ্ট হয়ে গেছে। সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অবহেলা ছাড়াও রয়েছে প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব উপলব্ধি না করার মানসিকতা।

পত্রিকা যারা প্রকাশ করেন, তাদের শ্রেণীবিন্যাস করা যায় এইভাবে-

তরুণ এবং যুবক, বলা যায় যেকার যুবক, যাদের মধ্যে রয়েছে সাহিত্য-চেতনা তারাই সামরিক পত্রিকা প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য। এরা সাধারণত সাহিত্য-পত্রিকা প্রকাশ করেন। প্রায়তন নিজেদের লেখা প্রকাশ করার ইচ্ছায় পত্রিকা প্রকাশে উৎসাহী করে তোলে। এই শ্রেণীর সম্পাদকদের মধ্যে পত্রিকা প্রকাশের উৎসাহ লুপ্ত হয়ে যায় চাকরি পাওয়ার পর।

এরপরেই সমন্বয় সাহিত্যগ্রন্থ চাকুরিজীবী কিছু ব্যক্তির প্রচেষ্টা। বর্তমান উপত্যকার বেশ কিছু লিটেল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয় এদের দ্বারা। এই উপত্যকার ব্যাক ও এল.আই.সি. অফিসের অনেক সাহিত্য-অনুরাগী ব্যক্তি আছেন, যারা সাহিত্য-পত্রিকা প্রকাশের সস্ত্বে যুক্ত। এর ফলে দেখা যায়, প্রধান উৎসাহী ব্যক্তি কর্মসূচি অনন্ত চলে যাবার ফলে অনেক ভাল পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

৩১৭
এছাড়া আছেন শিক্ষকদের সদে যুক্ত ব্যক্তিরা। তুলনামূলক বিচারে শিক্ষক-সম্পাদকের
সম্প্রসারিত পত্রিকাগুলির স্বায়ত্ত অনেক ব্যক্তি। চাকুরিজীবী ও শিক্ষক ব্যাঙ্ক অনেক
ব্যবসায়িক ব্যবস্থায় পত্রিকা সম্পাদনা করে থাকেন। কিছু কিছু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আছে
যাদের মুখপত্রকে পত্রিকা প্রকাশিত হয়। যেমন— বর্ণ উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও
সংস্কৃতি সম্মেলনের স্মরণিকা, সারিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থার মুখপত্র
'অমৃতধারা', হাইলাকান্দি রবীন্দ্র মেলা স্মরণিকা। এই ধরনের পত্রিকাগুলির স্বায়ত্ত
তুলনামূলকভাবে বেশি।

তবে তের পরিচালিত পত্রিকাগুলির প্রচ্ছদে নানাবিধ ঘোষণা থাকলেও অনেক
সাহিত্য পত্রিকা ও সংবাদপত্রের খুব সুচিত কোন লক্ষ্য নেই। সুপরিক উদ্ধৃতি নিয়ে
যারা সম্পাদনার কাজে এগিয়ে এসেছেন, তাদের পত্রিকার মান অন্য পত্রিকার তুলনায়
উন্নততর এবং সেগুলির স্বায়ত্ত অধিক। তবে তের পরিচালিত পত্রিকাগুলির প্রচ্ছদে
নানাবিধ ঘোষণা থাকলেও অনেক সাহিত্য পত্রিকা ও সংবাদপত্রের খুব সুচিত কোন
লক্ষ্য নেই।

সামাজিক পত্রের স্বায়ত্ত, মানোন্নয়ন এবং প্রচার বৃদ্ধির পথে সবচেয়ে বড় বাধা,
বলা বাহুল্য আর্থিক অসম্পর্কতা। অন্ধ কয়েকটি পত্রিকায় নিজেদের খরচ টুলে নিতে
পারে। অধিকাংশ পত্রিকায় ব্যবহার হওয়া করেন সম্পাদক ও সম্পাদকেরগুলী।
এভাবে প্রকাশিত সংবাদপত্র টু কিছুটা বিক্রি হয়। সাহিত্য পত্রিকার ক্ষেত্রে তাও
সত্ত্বে হয় না। ফলে অধিক তা অতিমান ও লুঝ হয়ে যায়।

যে সমস্ত সাহিত্য পত্রিকা সূত্র সাহিত্য সৃষ্টিতে তৎপর, যারা ধারাবাহিকভাবে
পত্রিকা পরিচালনা করে চলেছেন, তাদের প্রতিনিধিত্ব সম্মুখীন হতে হয় যুক্ত বড় বাধার।
প্রথমত আর্থিক অসন্তোষ এবং বিজ্ঞান বাধা ভালেরাও অভাব। ছোট পত্র-পত্রিকাগুলীকে
বোধ হয় অধিকাংশ সমস্তই এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় যার ফলে অনেক
পত্রিকাগোষ্ঠী বা সম্পাদক ইচ্ছা থাকলেও মান অনুযায়ী পত্রিকা প্রকাশ করতে পারেন না।

৩১৮
এ বিষয়ে সম্পাদকদের কোন সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় মাঝে মাঝে। তবে একাধিক ছোট পত্রিকার-বিশেষত সাহিত্য-কেন্দ্রিক লিটল ম্যাগাজিন এর চরিত্র লক্ষ করে মনে হয়েছে যে, অর্থনৈতিক অনুভূত ছাড়াও পত্রিকার মান আশানুরূপ না হবার আরো দুটি কারণ আছে। প্রথমত, উপযুক্ত সংখ্যক কর্মী অভাব। সম্পাদক ছাড়া আর কোন কর্মী অধিকাংশ ক্ষেত্রে থাকেন না। দ্বিতীয়ত, একটি পত্রিকার সর্বশেষ সু-মুলনের জন্য প্রয়োজনীয় নিপুণতা ও দক্ষতারও অভাব দেখা যায়। এসব কাজ ঠিকমতো করার জন্য যে গভীর অভিনবেশ, কিছুটা শিক্ষা, শৃঙ্খলা ও যত্নের প্রয়োজন সেখানেও অবহেলা ও উদাসীনতা আছে। আরো মনোযোগ দেবার অবকাশ থাকে নেই।

একটি পত্রিকার দীর্ঘ হায়িরটের ক্ষেত্রে পাঠকদের ভূমিকা অনন্তীকার। পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য প্রয়োজন পাঠ বিষয়ের আকর্ষণ বাড়ানো। এ বিষয়ে সচেতন না হলে যে কোন পত্রিকার পক্ষে অতিক্রান্ত পথ খুঁজে না। বর্তমান কালে রোডিও, জাতীয় দৈনিকগুলির কল্যাণে পৃথিবীর সবচেয়ে যে কোন সংবাদ অতি দুটি প্রাপ্ত হামেও পৌঁছে যায়। সুতরাং স্থানীয় পত্রিকার পৃষ্ঠায় তুলে ধরতে হবে সেইসব সংবাদ বা তথ্য, যা কেবল স্থানীয় পত্রিকাতেই পাওয়া যাবে। অর্থাৎ এগুলি বৃহৎ সংবাদপত্রের পরিপূর্ণ হিসেবে কাজ করতে হবে। এ বিষয়ে একজন লেখক যথার্থ বিশ্লেষণ করে বলেছেন, অর্থের অভাব সংবাদপত্র অবলম্বিত প্রথান কারণ নয়, উপযুক্ত পরিচালনা, বলিত লেখনী ও গভীর বাদ্ধ দৃশ্যভঙ্গী সংবাদপত্রের দীর্ঘ জীবন ও স্বাস্থ্য আনে। অনেক প্রতিষ্ঠিত সংবাদপত্র অকলাম মৃত্তিবার করেছে। সংবাদপত্রের মূল আকর্ষণ সৃষ্টি সংবাদ পরিবেশন, নিয়মিত প্রকাশনা, উপযুক্ত অঙ্গসজ্জা ও বলিত ক্ষুদ্রধার লেখনী, এর সাথে অর্থ বৃদ্ধি হলে সংবাদপত্র জনপ্রিয় ও দীর্ঘায়ু হয়।

প্রায়ই পত্রিকাগুলি পাঠক সৃষ্টি করতে সক্ষম হচ্ছে না। পাঠক সৃষ্টি করতে না পারার প্রধান কারণে, বলিত লেখনীর অভাব এবং স্থানীয় সমাজ ও প্রশাসনের উপর প্রভাব ফেলতে না পারা। যাঁদের লেখনীশক্তি অসাধারণ পাঠক সৃষ্টির এবং পত্রিকার
গুরুত্ব বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তাদের কোন বাধার সম্মুখীন হতে হয় না। ছোট পত্রিকার সম্পাদকীয় ব্যাখ্যাতের একটা স্পষ্ট ছাপ থাকা দরকার যা অনেকক্ষেপেই পাওয়া যায় না। বর্তমানে বৃহৎ পত্রিকাগুলির মত খুব সংবাদপত্রগুলিকেও সরকারি বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। সরকারি বিজ্ঞাপনই পত্রিকাগুলির অন্যতম প্রধান অর্থের উৎস। অবশ্য সরকারি বিজ্ঞাপন ছাড়া, ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনও থাকে। বরাক উপত্যকার পত্রিকাগুলিতে স্থানীয় সরকারি-বেসরকারি ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের বহ বিজ্ঞাপনই দেখা যায়। খুব পত্রিকার ব্যাপক উপস্থিতি বিধান করা, পত্রিকাগুলিকে একটা নিদর্শন মানে পৌঁছে দেওয়া এবং তাদের আর্থিক অবস্থার পর্যালোচনার জন্য আসাম সরকারের একটি কমিটি গঠন করা উচিত যে কমিটি বিভিন্ন জেলা স্থানে জেলা থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলির সম্পাদকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে খুব পত্রিকাগুলির উন্নতিবিধান সরকারের কাছে রিপোর্ট দেশ করেন এবং সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে সরকারি সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বরাক উপত্যকা তথা আসামের পত্রিকাগুলি সম্পর্কে বিচার বিশেষে করে একটা সুপারি বক্তব্য তুলে ধরেতে পারে। যে সব সম্পাদক যে কোন মূল্যের স্থানীয় সংবাদ যা প্রথম শ্রেণীর পত্রিকার পৃষ্ঠায় উপস্থিত, তাকে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে পত্রিকা প্রকাশ করছেন তাদের ক্ষেত্রে আর্থিক অস্পষ্টতা সম্পন্ন পত্রিকা সম্পাদনার ক্ষেত্রে বিশেষ অন্তরায়। সরকারি সাহ্যায় তাদের উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করতে পারে। কিন্তু দেখা গেছে, অজস্র পত্রিকা প্রকাশিত হলেও খুব পত্রিকা প্রকাশের মূল উদ্দেশ্য সাধনে কেউই তেমন তঁত্র নয়।

গণতন্ত্রীক সমাজ-ব্যবসায় প্রতিটি পত্রিকাই তাদের আদর্শগত দিক থেকে এবং রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে একে অনেকের থেকে আলাদা হবে, কিন্তু সংবাদ পরিষেবার ক্ষেত্রে অবজ্ঞাটিভ রিপোর্টেজেন্টেশন হওয়া প্রয়োজন। একে বারে গ্রামাঙ্কের যেখানে কোন বড় সংবাদপত্রের প্রতিনিধি যাওয়া দূরের ব্যাপার, কোন জাতীয় দৈনিকই পৌঁছায় না সেখানকার যে খবর, যেমন- কৃষি, শ্রমিক বা দিনমজুর, জোড়দার, স্কুল বা

৩২০
আসাধারণগুলিকে কেন্দ্র করে যে খবর বা বেঁচে থাকার যে লড়াই, যা গ্রাম-জীবনের নানা পৃষ্ঠা পার্থক্যে কেন্দ্র করে মেলা, তাদের অনন্দ-দৃঢ়-বেশনা, তাদের সমস্যাগুলিকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে যে ভূমিকা ক্রুদ্ধ এবং মাঝারি পত্রিকাগুলির পালন করা উচিত, তা কিন্তু এই পত্রিকাগুলি করে না যা করতে পারে না। কৃষি, মৎস-চাষ বিষয়ে যে নতুন নতুন গবেষণা হচ্ছে সে সম্পর্কে প্রতিটি গ্রামের মানুষেরা অন্যকারের যে সমস্ত নতুন নতুন অভিজ্ঞতা নোং পাস করছেন সেগুলি গ্রামের মানুষের অবগতির জন্য তুলে ধরার কথা।

গ্রামীণ খেলাধুলা-যাতে গ্রামের কিশোর যুবকেরা অংশগ্রহণ করছেন, সে বিষয়ে সংবাদ এই স্থানীয় পত্রিকাগুলিতে স্থান পাওয়া উচিত। যে কোন ধরনের গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সত্য ঘটনা উদ্ধৃতন করে মানুষকে অন্যকার থেকে তুলে আনার ক্ষেত্রেও এই পত্রিকাগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রতিটি পত্রিকায় স্থানীয় অঞ্চলের শিক্ষা-সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক জীবন ইত্যাদি বিষয়ের উপর সম্পাদকীয় থাকা উচিত। এর সঙ্গে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের ছোট ছোট গুরুত্বপূর্ণ এবং আকর্ষণীয় সংবাদ অবস্থাই পরিবেশিত হবে।

একটি পত্রিকা যারা তাদের নিদর্শ এবং আকাশপৃষ্ঠ মান জাগিয় রাখে তারা সবসময় নিজের ইচ্ছাপূর্ণ বা উপদেশপ্রদানিত সংবাদ, চরিত-হননকারী কোন তথ্য, সামাজিক উন্নয়ন দেওয়া, ইম্যোলা জারনালিজম অর্থাৎ অঙ্গীলিত সংবাদ পরিবেশন থেকে বিতর থাকবে। একটি সত্ত্বেও মানুষের সংবাদ-বিষয়ক পত্রিকার বহিস্করিত রূপ হবে হাফ ক্রাউন সাইজ, ৮পৃষ্ঠা এবং ৪টি করে কলম। বর্তমান উপভাষা থেকে যে সব পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয় তার বেশিরভাগই শিলচর অথবা করিমগঞ্জ থেকে অর্থাৎ

৩২১
শহরকেন্দ্রিক। সাহিত্য পত্রিকাগুলিও বেশিরভাগই শহর থেকে প্রকাশিত হয়, তাদের সাহিত্যের মধ্যে গ্রাম-জীবনের প্রতিফলন খুব কমই হয়। সংবাদপত্রগুলির মধ্যেও বিজ্ঞাপন থাকে বেশি। এরপর রয়েছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক তারকার রাজনৈতিক সংবাদ—এ স্থানীয় শহরকেন্দ্রিক সংবাদ বা তথ্য। গ্রাম- সমীক্ষা বা এখানকার স্বাতন্ত্র্য- সংস্কৃতি বা ছড়িয়ে আছে গ্রামে-গঞ্জে, তার প্রতিফলন পত্রিকার পৃষ্ঠায় খুব কমই হয়।

বিশেষত বরাক উপত্যকার শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থার যে সমস্যা রয়েছে, সে বিষয়গুলির উপর কভারেজ খুব কমই থাকে। শিলচর-লামড়িং রেল সংযোগকারী পাহাড় লাইনে ধসের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যাওয়া, দীর্ঘ সত্তের বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরে জাতীয় প্রকাশ হিসেবে ঘোষিত ব্রডগেজ প্রকল্প বাত্সল্যাজিত না হওয়া, মহাসড়কের কাজে গড়িমসি, পাঁচগ্রামে অবস্থিত এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম হিন্দুধ্বনি পেপার কর্পোরেশনের কাছাড় কাগজ করের রুপ অস্থায়ি কৃত্বভিত্তিক গ্রাম- জীবনের নিজস্ব সমস্যা, বাজার বাণিজ্যের প্রভাবে গ্রামীণ জীবনের পরিবর্তন ও তার নৈতিক মূল্যের অবনমন, —এই জাতীয় সমীক্ষা-মূলক লেখা খুব কমই নজরে আসে।

অথচ এই ধরণের সংবাদ বা সমীক্ষা যদি স্থানীয় পত্রিকার পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়, তবে পাঠক-মুখীর ক্ষেত্রে একটা বড় অস্ত্রায় দুর হয়ে যেতে পারে। তবে একথা বলতে কোন ধর্থা নয় যে এই উপত্যকার কোন পত্রিকাতেই সামাজিক সম্পর্ক দিনটি হয়, এ ধরনের কোন সংবাদ পরিবেশিত হয় না বা অশ্লীল কোন বিষয়ের তেমন নজরে আসে না।

বরাক উপত্যকার পত্রিকাগুলি সুপরিচালিত না হবার এবং অকালমুত্তর কারণ হিসেবে আবারও বলা যায়, অধিকাংশ পত্রিকারই কোন সংগঠন নেই। পত্রিকাগুলি বেশিরভাগই বাতিকেন্দ্রিক। অর্থাৎ যিনি সম্পাদক তাঁর একক প্রচেষ্টাই পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে একমাত্র মূলধন।

৩২২
অধিকাংশ স্বায়ীয় পত্রিকার নিজস্ব কোন সম্পাদক গড়ে তুলতে পারে না, ফলে সম্পাদকের মুখ্য হলে বা অন্যান্য চলে গেলে অনেক তাল পত্রিকার প্রকাষ্ঠ বন্ধ হয়ে যায়।
সম্পাদক করতে না পারার কারণ হিসেবে বলা যায় অর্থনৈতিক অবস্থা, বিত্তিয়ত, প্রথম থেকেই পত্রিকার মান বজায় রাখতে না পারায় উৎসাহী ব্যক্তি অভাব। এছাড়া সুনিশ্চিত আদর্শে ভিত্তি করে এগোতে না পারায় কোন সম্পাদক গড়া সম্ভব হচ্ছে না।
প্রাতিটি পত্রিকারই একটা লক্ষ্য বা আদর্শ সামনে থাকা প্রয়োজন। সেই সঙ্গে প্রয়োজন, 
সঠিকভাবে তাদের প্রচার ও প্রসার।
অধিকাংশ সম্পাদকই পত্রিকার প্রচারের ব্যাপারে উদাসীন থেকে যান। কিছুতে পত্রিকার প্রচার করতে হয় সে বিষয়ে তাদের বিশেষ কোন ধারণা নেই, প্রচেষ্টা নেই নেই।
পত্রিকা প্রকাশ করে শুধুমাত্র বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে পৌছে দেওয়াই তারা একমাত্র কর্তব্য মনে করেন। সঠিক জায়গায় পত্রিকা পৌছে দিতে না পারলে পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করনি সম্ভব নয়। বরাক উপাত্তকায় এমন কোন দোকান বা গ্রামহার অথবা এমন কোন জায়গায় নেই যেখানে এই উপাত্তকায় প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাগুলিকে প্রদর্শিত করা যায়। এবিষয়ে জেলা এবং মহকুমার তথ্য-অফিসগুলি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যিকায় পালন করতে পারে।
পত্রিকা প্রকাশের সংখ্যাযোগ্য বদ্ধ করে কিছু সংখ্যাক মান অনুযায়ী পত্রিকা প্রকাশের জন্য একটি সাধারণমঞ্চ গড়ে তোলা যেতে পারে। তাল পত্রিকা প্রকাশের জন্য প্রয়োজন দূরূপিত, সাজামশন এবং পরিশেষ করার মত মানসিকতা। এছাড়া একটি সংবাদপত্রের সঠিক সম্পাদকার জন্য প্রয়োজন কিছুটা অভিজ্ঞতা এবং প্রশিক্ষণ। কিছুতে সংবাদ সংগঠন করতে হয়, কিছুতে ক্ষেত্র-সমীক্ষার কাজ চালাতে হয়, কিছুতে মানুষকে কথা বলিয়ে সঠিক তথ্য 
সংগঠন করতে হয় ইত্যাদি বিষয়ে যদি কোন অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণ না থাকে, তবে সাবাদিকতার 
কাজ করা সম্ভব নয়। উপাত্তকায় থেকে প্রকাশিত পত্রিকাগুলির সংবাদ সংগঠনের মূল সূত্র -
সংবাদদাতারা মেটাকু সংবাদ সংগঠন করেন সেটুকুই। এছাড়া জাতীয় সংবাদ-সূত্র অর্থাং

৩২৩
জাতীয় দৈনিক প্রকাশিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের সংবাদপত্রের কিছু ভাষা পাঠিয়ে প্রকাশ করে থাকে অনেক পত্রিকাই। যদিও স্বন্ধনীয় পত্রিকার ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংবাদের গুরুত্ব অতি সামান্য। জেলার পত্রিকাগুলি যৌথ প্রয়োগ গ্রামীণ সংবাদ সংস্থা গড়ে তুলতে পারেন, যেখান থেকে একেবারে প্রত্যায় গ্রামের খবরও সংগ্রহ করে সংবাদপত্রগুলিকে সরবরাহ করতে পারে। এই গ্রামীণ সংবাদ সংস্থা—র মাধ্যমে গ্রামীণ খবরাখবর যেমন বোঝাড় করা সহজ হবে, সেই সদে প্রতিটি পত্রিকার নিজস্ব প্রায়োজনে সাংবাদিক রাখার জন্য যে ব্যাপার তা ও কমে যাবে। অর্থাৎ পত্রিকার মধ্যে যেন উপত্যকার প্রতিষ্ঠিত ফুটে ওঠে। শুধু বিজ্ঞাপন দেওয়া নয়, পত্রিকা নথিকরণের জন্য সুপরিশের আগে ভাল করে পত্রিকার মান বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। প্রতিটি পত্রিকার নথিকরণের জন্য সুপরিশ পাঠানোর আগে প্রায়োজন অন্তত হয় মান থেকে এক বছর পত্রিকার ভুমিকার প্রতি নজর রাখা। তাতে পত্রিকার মান যেমন বজায় রাখা সহজ হবে সেই সদে বিজ্ঞাপন পাওয়ার ক্ষেত্রে দাবিদারও কম হবে। এর ফলে অর্থাত অন্তনের ফলে পত্র-পত্রিকাগুলির অকলমূত্র প্রতিরোধ করা সহজ হবে।

পরিশোধে বলা যায় গুরুমাত্র লিটিল ম্যাগাজিন নয়, প্রকৃত অর্থ কিছু স্বায়ি ও প্রথম শেষীর পত্রিকার প্রয়োজন আছে যা সঠিক অর্থেই হবে উপত্যকার পত্রিকা। উপত্যকার পত্রিকা হিসেবে অবজন নয়, বরং উপত্যকার মূল সূত্রকে বদ্ধ করে একটি বা দুটি উন্নতনের সংবাদপত্রসহ সাহিত্য পত্র প্রকাশের ও প্রয়োজন রয়েছে। উপত্যকার পত্র-পত্রিকার একশ বছরের উপরে ইতিহাস বুকে নিয়ে এটাই বোধ হয় একসাথ কাম্য।

**********

৩২৪